দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10-MAR 2012 ...
পৃঃ ৭ কলাম ৪

বরিশালে কোচিং ও প্রাইভেট ব্যবসা

শিক্ষকদের সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি শিক্ষার্থীরা

■ লিটন বাশার, বরিশাল অফিস

বরিশালের সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা মিলে একাধিক সিন্ডিকেট তৈরি করে কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউশনির নামে শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে ফেলেছে।

সরকারি জিলা স্কুল, সদর গার্লস স্কুল, উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে যে সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে সেখানে এই তিনটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা কোচিং করতে বাধ্য হচ্ছে।

বিএম কলেজ, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল কলেজ, মহিলা কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে কলেজ সিন্ডিকেট। তারা কলেজ শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে বাধ্য করার পাশাপাশি খুলে বসেছেন হরেক নামের কিন্ডার গার্টেন। সেখানে কোমলমতি শিশুদের লেখাপড়ার নামে চলছে জমজমাট 'শিক্ষা' ব্যবসা। কিন্ডার গার্টেন ছাড়াও সদর গার্লস, জিলা ও উদয়ন স্কুলের শিক্ষকদের রয়েছে আলাদা-আলাদা কোচিং সেন্টার।

অভিযোগ রয়েছে, এসব শিক্ষকদের কোচিং সেন্টারে পাঠ গ্রহণ না করলে তাদের আর ঐ দু'টি স্কুলে ভর্তির সুযোগ হয় না। ভর্তি পরীক্ষায় অবৈধ সুযোগ প্রদানের অভিযোগ রয়েছে কোচিং ব্যবসার সাথে জড়িত স্কুল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। চিহ্নিত এসব শিক্ষকদের নগরীর বাইরে বা অন্য কোনো জেলায় বদলী করে রাখা যায় না। তারা এতই ক্ষমতাবান কিছুদিনের মধ্যেই তদ্বির করে ফিরে আসেন জিলা ও সদর গার্লস স্কুলে। এক দশক আগেও যেসব নামি-দামি শিক্ষকরা বাসায় একত্রে ৪/৫ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করাতেন। এখন এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০/৩৫ জনে।

নগরীর অলিগলিতে গজিয়ে উঠা এসব কোচিং সেন্টারের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই সরকারি দপ্তরগুলোর কাছে। এমনকি বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম নাম দিয়ে সম্প্রতি একের পর এক যেসব স্কুল খোলা হচ্ছে সে সম্পর্কেও কোনো তথ্য নেই শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, একের পর এক স্কুল ও কলেজ নাম দিয়ে বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার খবর পত্র-পত্রিকায় দেখি এবং রাস্তা-ঘাটে কিছু সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। এগুলোতে কি ধরনের, কোন মাপের পাঠদান করা হয় তা আমরা অবগত নই।

গত দু'দিন পূর্বে কোচিং ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন সিটি মেয়র শওকত হোসেন হিরন। সরকারের পক্ষ থেকেও কোচিং ব্যবসা এবং গাইড বই বিক্রির ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।